গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৩০ সংখ্যা | ৬ - ১২ মার্চ ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ইরানের উপর মার্কিন-ইজরায়েল জুটির হামলা সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি লঙ্ঘন করছে

১ মার্চ কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিলে ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর কুশপুতুলে আগুন দিচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু।

সংবাদ আটের পাতায়

গাজা ভূখণ্ডকে ধ্বংস করার পর এবার গোটা মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার লক্ষ্যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর ইজরায়েল ইরানের ওপর আক্রমণ শুরু করেছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে চলা এই আক্রমণে সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি লঙ্ঘন করে মার্কিন জোট ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা খোমেইনি সহ একাধিক মন্ত্রী এবং অসামরিক নেতৃত্বকে হত্যা করতে তাঁদের নিশানা করে আক্রমণ চালিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই জঘন্য এবং নিন্দনীয় হত্যার সমর্থনে যে ধরনের আস্ফালন করেছেন তাতে স্পষ্ট যে, ইরানে শাসক পরিবর্তন করে নিজের তাঁবেদার সরকার বসানোর লক্ষ্যে তারা যে কোনও দুষ্কর্ম করতে পিছপা নয়।

এই আক্রমণের কিছুদিন আগে থেকে ইরানের সাথে আলোচনার প্রহসন চালানোর মাঝেই মধ্যপ্রাচ্যে বিশাল নৌবহর মোতায়েন করেছে আমেরিকা। বিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেল এবং অন্যান্য পণ্য চলাচলের সমুদ্র পথকে নিজেদের কব্জায় আনা ছাড়াও মার্কিন মতলব হল সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যপ্রাচ্যে সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা।

ইরানের ওপর মার্কিন ইজরায়েল জোটের এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে ২৮ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন, 'প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা'র নামে ইরানের উপর জিওনবাদী ইজরায়েলের এই অত্যন্ত নৃশংস সামরিক আগ্রাসনের আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগকে সামনে রেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পূর্ণ

তিনের পাতায় দেখুন

যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা এসইউসিআই(সি)-র

২ মার্চ বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

নির্বাচন কমিশন এসআইআর-এর পর যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে ইতিমধ্যে বাদ পড়া ৫৮ লক্ষ ২০ হাজারের পর আরও প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে এবং ৬০ লক্ষেরও বেশি মানুষ সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত বিচারকদের বিচারাধীন রয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, এই ৬০ লক্ষকে 'সন্দেহভাজন বিদেশি' (ডাউটফুল ফরেনার্স) দেখানোর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে (সংবাদ, ১ মার্চ, আনন্দবাজার পত্রিকা)।

এই ৬০ লক্ষের মধ্যে অনেককে একাধিক বার শুনানিতে ডাকা

তিনের পাতায় দেখুন

সংস্কারবাদ-শোধনবাদের বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রাম যুগান্তকারী

লেনিন স্মরণদিবসে কমরেড প্রভাস ঘোষ

বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণির মহান শিক্ষক ও নেতা, বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও রাষ্ট্রের রূপকার কমরেড ভি আই লেনিনের ১০২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২১ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার বীরেন্দ্র মঞ্চে একটি সভার আয়োজন করেছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সে দিনের আলোচনাটি দু'টি ভাগে আমরা প্রকাশ করছি। প্রকাশের আগে কমরেড প্রভাস ঘোষ সেটি সম্পাদনা ও পরিমার্জনা করে দিয়েছেন। এবার প্রথম অংশ।

মহান লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং তাঁর অমূল্য বৈপ্লবিক শিক্ষাগুলি স্মরণের জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।

মহান লেনিন সম্পর্কে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা স্ট্যালিন, মাও সে তুং এবং শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসেবে যতটুকু বুঝেছি, তার ভিত্তিতে আমি কিছু কথা বলব। মহান লেনিনকে বুঝতে হলে তাঁর একটি ঐতিহাসিক উক্তির মর্মার্থ বোঝা দরকার, যা আমি নিজের ভাষায় বলছি। তিনি বলেছিলেন, যুগে যুগে যাঁরা মানবজাতির মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন, শোষক শ্রেণি তাঁদের ওপর অত্যাচার নিপীড়ন করেছে, কাউকে খুন করেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছে, বক্তব্য বিকৃত করেছে। কিন্তু ওই মহান বিপ্লবীদের মৃত্যুর পর যখন জনগণ তাঁদেরই বক্তব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে, তখন সেই শোষক শ্রেণিই আবার তাঁদের প্রশংসা, স্তব-স্তুতি করেছে, যাতে শোষিত জনগণ বিভ্রান্ত হয়, বিপথগামী হয়। লেনিন বলেছেন, মার্ক্সের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। মার্ক্সের জীবদ্দশায় শাসকরা তাঁকে দেশ থেকে দেশে বিতাড়িত করেছে, তাঁর সম্পর্কে অপপ্রচার করেছে। আবার মার্ক্সের মৃত্যুর পর মার্ক্সবাদের প্রভাব যখন উত্তরোত্তর বেড়েছে, তখন বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা মার্ক্সের প্রশংসা

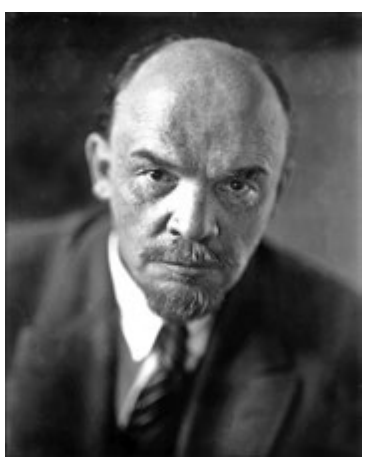

শুরু করেছেন। একই সাথে তাঁরা মার্ক্সের চিন্তার অপব্যাখ্যা করছেন। মেকি মার্ক্সবাদীরাও মার্ক্সবাদকে বিকৃত করছে, মার্ক্সবাদের বিপ্লবী প্রাণসত্তাকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। লেনিন বললেন, মার্ক্সবাদের এই বিপ্লবী প্রাণসত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। লেনিন শুধু এই মহান ব্রতই সফল করেননি, তিনি মার্ক্সবাদকে যুগোপযোগী ও বেশ কিছু নতুন তত্ত্বগত অবদানের দ্বারা আরও সমৃদ্ধ এবং উন্নত করেছেন। যে জন্য তাঁর সুযোগ্য উত্তরসাধক মহান স্ট্যালিন যথার্থই বলেছেন, 'সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে লেনিনবাদই মার্ক্সবাদ'। তিনি বলেছেন, 'আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে, লেনিনবাদ হল সাধারণ ভাবে সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্ব ও রণকৌশল, বিশেষ ভাবে সর্বহারা একনায়কত্বের তত্ত্ব ও

দুয়ের পাতায় দেখুন

পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র চিহ্নিত করেছিলেন লেনিন

একের পাতার পর

রণকৌশল’। এই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করেই রাশিয়া, চিন, পূর্ব ইউরোপে শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম হয়েছিল, বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী সাম্যবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

মার্ক্সবাদকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন লেনিন

আজকের আলোচনায় আমি লেনিনের জীবনের ঘটনা বিশেষ উল্লেখ করছি না। তাঁর তত্ত্বগত অবদানের কিছু দিক আমি আলোচনা করব। হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক ভাববাদ, কান্টের অজ্ঞেয়বাদ এবং ফুয়েরবাখের মানবতাবাদকে ফাইট করে দর্শনগত ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কী, তা মার্ক্সই প্রথম মানবজাতির সামনে উপস্থিত করেন। সেন্ট সাইমন ও চার্লস ফুরিয়েরের কাল্পনিক সমাজতন্ত্র যে ভ্রান্ত এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই যে সঠিক তা তিনি দেখান। অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডোর ক্ল্যাসিকাল পলিটিক্যাল ইকনমির সীমাবদ্ধতার দিকগুলি দেখিয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে, একমাত্র শ্রমিককে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেই পুঁজিপতিরা মুনাফা অর্জন করে। শ্রমিক তার শ্রম দিয়ে পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে যে বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করে, তার সামান্য একটা অংশ সে মজুরি হিসাবে পায়, বাকিটা মুনাফা হিসাবে পুঁজিপতিরা আত্মসাৎ করে। এই ভাবে তিনি ও তাঁর সহযোগী এঙ্গেলস পুঁজিবাদের নির্মম শোষণের চরিত্র উদঘাটিত করেছেন। এর ফলে পুঁজিবাদ যে অনিবার্য ভাবে চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হবে, এটাও বলেছেন এবং এই শ্রমিক শ্রেণিই যে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে, এই ভবিষ্যদবাণী করেছেন। তাঁরা মানবসমাজের পরিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। যার ভিত্তিতে মার্ক্সবাদ মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম শোষিত জনগণের সামনে শোষণমুক্ত ও শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে উপস্থিত হয়।

মার্ক্সের মৃত্যুর পর এঙ্গেলসের উপস্থিতিতে যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে ওঠে, তা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। কিন্তু একটা সময় লেনিন দেখলেন, এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মার্ক্সবাদকে বিকৃত করছে। সারা জীবন লেনিন যে লড়াই করেছেন, তার অন্যতম প্রধান হল এই বিকৃতির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা করা, মার্ক্সবাদের সঠিক উপলব্ধি কী, সেটা বিশ্বের সামনে উপস্থিত করা। লেনিন এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি না করলে রুশ বিপ্লব হত না। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র হত না। পুঁজিবাদের বিকল্প হিসাবে আমরা শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পেতাম না। আর লেনিন এই কাজটি না করলে সম্ভবত তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে স্ট্যালিন, মাও সে তুং, শিবদাস ঘোষ— এঁদেরও পাওয়া যেত না। এঁরা সকলেই মার্ক্সের ধারাবাহিকতায় লেনিনের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েই মার্ক্সবাদকে বুঝেছেন এবং সেই অনুযায়ী সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন।

সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ

আমাদের দেশে ক্ষুদিরাম যেমন এক অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসককে হত্যা করতে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, তেমনই লেনিনের বড় ভাইয়ের লক্ষ্য ছিল অত্যাচারী শাসক জারকে হত্যা করা। তাঁদের নারদনিক নামে একটা গোষ্ঠী ছিল, যেমন আমাদের দেশেও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই ধরনের বিপ্লবী গোষ্ঠী ছিল। এই গোষ্ঠীর ভাবনা অনুযায়ী লেনিনের বড় ভাই রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জারকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ধরা পড়ে

> **বিপ্লবের যখন জোয়ার আসে, সেই জোয়ারে অনেকে ভেসে এসে দলে যুক্ত হয়, নাম করার জন্য, কেরিয়ার গোছানোর জন্য। যখন বিপ্লবী আন্দোলন কঠিন সঙ্কটের সম্মুখীন, তখনই হয় আসল পরীক্ষা— কে খাঁটি, কে মেকি।**

যান এবং তাঁর ফাঁসি হয়। লেনিনের তখন অল্প বয়স। এই ঘটনা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি এ কথা বুঝতে পারেন যে, এ পথে হবে না। তা হলে পথ কোথায়? সেই পথ খুঁজতে হবে। সেই পথ খুঁজতে গিয়ে খুব অল্প বয়সেই মার্ক্স-এঙ্গেলসের কিছু বইপত্র তিনি পান। মাত্র ১৭ বছর বয়সে যখন তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, জার-বিরোধী ছাত্র মিছিলে যোগ দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে একটি গ্রামে অন্তরীণ করা হয়। সেখানে বেশ কিছু দিন তিনি ছিলেন। ওই অন্তরীণ অবস্থায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মার্ক্স-এঙ্গেলসের যত বইপত্র তিনি জোগাড় করতে পেরেছিলেন, সেগুলি অত্যন্ত গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেন। এই অধ্যায়ের পর লেনিন সামারা বলে আর একটা শহরে আসেন। সেখানে তাঁর উদ্যোগে প্রথম মার্ক্সবাদী পাঠচক্র গড়ে ওঠে। এ সময় রাশিয়ার বিভিন্ন শহরে ছোট ছোট মার্ক্সবাদী পাঠচক্র গড়ে উঠেছিল। লেনিন বুঝতে পারেন, বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পাঠচক্র দিয়ে কাজ হবে না, সবগুলিকে একত্রিত করতে হবে। তাঁর বয়স যখন ২৫ বছর, রাশিয়ার রাজধানী সেন্ট পিটার্সবুর্গে সেখানকার মার্ক্সবাদী পাঠচক্রগুলিকে একত্রিত করে ‘লিগ অফ স্ট্রাগল ফর দি এমানসিপেশন অফ দি ওয়ার্কিং ক্লাস’ অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির জন্য একটা সংগঠন গড়ে তোলেন। পরবর্তী কালে তিনি বলেন, এটা ছিল সর্বহারা দলের ভ্রূণ। বিপ্লবী আন্দোলনে তাঁর হাতেখড়ি এই ভাবেই শুরু হয়। অর্থাৎ এই ভাবেই তিনি প্রথম সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তার পর বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন গ্রুপ, যারা মার্ক্সবাদ চর্চা করছে, তাদের মধ্যে প্রচারের জন্য তিনি দেশের বাইরে গিয়ে ‘ইস্ক্রা’ নামে একটা পত্রিকা বের করেন। কারণ দেশের ভিতরে জারের কঠোর শাসনে এটা সম্ভব ছিল না। গোপনে দেশে পাঠিয়ে এই পত্রিকার মাধ্যমে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করা, তাদের কাছে মার্ক্সবাদের বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া, এই ছিল সেই সময়ে তাঁর সংগ্রাম। প্রথম জীবনে তাঁর নিজস্ব প্রচেষ্টায় এই সব উদ্যোগ গ্রহণ পরবর্তী কালে তাঁর অগ্রগতির সোপান হিসাবে কাজ করেছিল।

কৃষিতে পুঁজিবাদের চরিত্র চিনিয়েছেন লেনিন

‘নারদনিক’ গোষ্ঠীর বক্তব্য ছিল, রাশিয়ার মতো অনুন্নত দেশে যেখানে শ্রমিকের সংখ্যা কম, সেখানে কৃষকরাই জারের বিরুদ্ধে বিপ্লব করবে। এই সময়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখে লেনিন তত্ত্বগত সংগ্রাম করেন। এ ছাড়া ‘ইকোনমিস্ট’ নামে আর এক দল সেই সময় প্রচার করছিল, শ্রমিকরা রাজনৈতিক আন্দোলনে থাকবে না, তারা অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে লড়বে, রাজনীতি করবে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা। এদের বিরুদ্ধেও এই সময়ে লেনিনকে তত্ত্বগত লড়াই করতে হয়েছিল। সেন্ট পিটার্সবুর্গে তিনি যখন এ সব কার্যকলাপ চালাচ্ছেন, সেখানকার শ্রমিকদের ধর্মঘটকে রাজনৈতিক ভাবে গাইড করছেন, বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করছেন— সেই সময়ে আবার তিনি গ্রেপ্তার হন। এই সময় দীর্ঘদিন তিনি জেলে ছিলেন। তারপর লেনিনকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। তিন বছর তিনি সেখানে ছিলেন। তিনি যখন গ্রামে অন্তরীণ ছিলেন, তখন কৃষকদের জীবনযাত্রা, দারিদ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতেন, রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। একই ভাবে সেন্ট পিটার্সবার্গে শ্রমিকদের সাথে মিশতেন, তাদের সমস্যা ও চিন্তাভাবনা বুঝতেন, তাদের মধ্যে বিপ্লবী মতবাদ প্রচার করতেন। সাইবেরিয়ায় থাকাকালীন মার্ক্সবাদে তাঁর একটা মৌলিক অবদান ‘ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া’, শুধু শিল্পে নয়, রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে কৃষিতেও কী ভাবে পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করছে, এ নিয়ে এই বিখ্যাত বইটি তিনি রচনা করেন। এই রচনা বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একটি অমূল্য সম্পদ। এতে লেনিন দেখান, কৃষিতে যে পুঁজিবাদ প্রবেশ করেছে তা কোন কোন লক্ষণ দেখে বোঝা যাবে? তিনি দেখালেন, দেখতে হবে জমি বাজারের পণ্য হয়ে গেছে কি না। সামন্ততন্ত্রে জমি কেনাবেচা হত না। পুঁজিবাদ এসেছে মানেই জমি বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়ত দেখালেন, আগে গ্রামে এক একটা এলাকায় উৎপাদিত সম্পদ মূলত এলাকার প্রয়োজনের জন্যই রাখা হত। এটাই ছিল স্বনির্ভর আঞ্চলিক অর্থনীতি। কিন্তু পরবর্তীকালে গ্রামে যে ফসল উৎপন্ন হচ্ছে, তা গোটা জাতীয় বাজারের পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে— অর্থাৎ তা কমোডিটি অব দ্য ন্যাশনাল মার্কেট হয়ে গেছে। এটাও পুঁজিবাদের চরিত্র। এ ছাড়া তিনি দেখালেন, একদল মানুষ মজুরির বিনিময়ে কৃষিতে কাজ করছে। অর্থাৎ তারা কৃষিশ্রমিক, সার্ফ বা ভূমিদাস নয়। এই যে কৃষিজমি বাজারের পণ্য, কৃষিজাত ফসলও জাতীয় বাজারের পণ্য এবং যারা শ্রম দিচ্ছে তাদের শ্রমশক্তিও পণ্য, তারা ভূমিদাস নয়। তারা শ্রম বিক্রি করে মজুরি পায়, অর্থাৎ তারা কৃষি-শ্রমিক— এগুলি হচ্ছে গ্রামে সামন্ততন্ত্র ভেঙে পুঁজিবাদ যে প্রবেশ করছে, তার সুস্পষ্ট লক্ষণ। লেনিনের আগে এ ভাবে কেউ দেখাননি। পরবর্তী কালে লেনিন এটাও দেখিয়েছিলেন যে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশ জার্মানি, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কৃষিতে সামন্ততন্ত্রের অবশেষ রয়ে গেছে।

‘নারদনিক’, ‘ইকোনমিস্ট’-দের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম, মার্ক্সবাদ প্রচারের জন্য ‘ইস্ক্রা’ প্রকাশনা এবং রাশিয়ার কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ সংক্রান্ত তত্ত্ব— এগুলিই প্রমাণ করে ওই বয়সেই তিনি মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা কত গভীর ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন।

পার্টি সদস্য হওয়ার মাপকাঠি

প্লেখানভ, যিনি প্রথম মার্ক্সবাদ সংক্রান্ত পুস্তক রুশ ভাষায় অনুবাদ করে রাশিয়াতে প্রচার করেন, যাঁকে লেনিন প্রথম দিকে শিক্ষক বলে গণ্য করতেন, সেই প্লেখানভের উদ্যোগে এই সময় রাশিয়ান সোসাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি গড়ে ওঠে এবং তার প্রথম কংগ্রেস হয়। এতে লেনিন যেতে পারেননি, তখন তিনি সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে ছিলেন। পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস হয় লন্ডনে, ১৯০৩ সালে। এই কংগ্রেসেই কারা পার্টির সদস্য হবে তা নিয়ে লেনিনের সাথে অন্যদের তীব্র মতপার্থক্য হয়। এই বিরোধকে ভিত্তি করে রাশিয়ান সোসালিস্ট ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (আরএসডিএলপি)-র মধ্যে বলশেভিক আর মেনশেভিক নামে দুটি গ্রুপ হয়ে যায়। লেনিন বললেন, তারাই সদস্য হবে, যারা পার্টির নীতি মানবে, চাঁদা দেবে, শৃঙ্খলা মানবে, পার্টির কোনও একটি সংগঠনে যুক্ত হয়ে দৈনন্দিন কাজ করবে। আর মেনশেভিকরা, যারা তাঁর বিরোধী, তাদের বক্তব্য ছিল, সদস্যরা পার্টির নীতি মানবে, চাঁদা দেবে, কিন্তু পার্টির কোনও একটি সংগঠনে যুক্ত হয়ে শৃঙ্খলা মেনে নিয়মিত কাজ করবে, এই শর্ত থাকার দরকার নেই। লেনিন বললেন, এ ভাবে কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ সর্বহারা শ্রেণির দল গড়ে উঠতে পারে না। এই প্রশ্নেই পার্টির মধ্যে বিভাজন হয়। বলশেভিক মানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, মেনশেভিক মানে মাইনরিটি বা সংখ্যালঘু। এখানেই লেনিন প্রথম মার্ক্সবাদী দলের সদস্য হওয়ার মাপকাঠি কী হবে, সেই তত্ত্ব উপস্থিত করেন ও লড়াই চালিয়ে যান। আরএসডিএলপি অনেকটা একটা প্ল্যাটফর্মের মতো ছিল। সেখানে বলশেভিকরাও ছিল, মেনশেভিকরাও ছিল। লেনিনের পক্ষে যারা তাদের বলা হত বলশেভিক। তিনি তাদের মার্ক্সবাদী বিপ্লবী আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন। অন্য দিকে মেনশেভিকরা ছিল পেটিবুর্জোয়া, আপসকামী শক্তি।

পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে চিহ্নিত করলেন লেনিন

যখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়, সেই যুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির দলের কী ভূমিকা হবে তা নিয়ে লেনিনের সাথে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের তীব্র মতভেদ হয়। মহাযুদ্ধের প্রাক্কালেই সাম্রাজ্যবাদ কী, পুঁজিবাদের কোন স্তরে সাম্রাজ্যবাদ এল, কী ভাবে এল— মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে এই ব্যাখ্যা লেনিনই প্রথম উপস্থিত করেন মানবজাতির সামনে। তিনি দেখালেন, পুঁজিবাদের দুটি স্তর। সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদের প্রথম স্তর হচ্ছে অগ্রগতির স্তর, প্রগতিশীল স্তর। এই স্তরে ছিল অসংখ্য ক্ষুদ্র পুঁজি। তাদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা চলত।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায়

অ্যাবেকার নেতৃত্বে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে স্মার্ট মিটার না লাগানোর ঘোষণা হয়েছিল। কিন্তু জোর জবরদস্তি করে লাগিয়ে দেওয়া স্মার্ট মিটারগুলি কিছুতেই খোলা হচ্ছিল না। এমনিতেই বর্ধিত ফিক্সড চার্জ, মিনিমাম চার্জের কোপে সারা রাজ্যের হাজার হাজার ক্ষুদ্রশিল্প— গমকল, ধানকল, তেলকল, প্লাস্টিক কারখানা বন্ধহয়ে গেছে। টিওডি (টাইম অব ডে) মিটারের কৃষি সেচের বর্ধিত বিলে চাষিদের হাজার হাজার টাকা বকেয়া। এর বিরুদ্ধে অ্যাবেকার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের কাস্টমার কেয়ার সেন্টার থেকে শুরু করে ডিভিশন, রিজিয়ন সহ বিদ্যুৎ ভবন, সর্বস্তরের বিদ্যুৎ দপ্তরগুলিতে চলছে লাগাতার বিক্ষোভ অবরোধ।

আন্দোলনের চাপে অ্যাবেকা নেতৃত্বের সাথে বৈঠকের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী। সেই অনুযায়ী ১৯ ফেব্রুয়ারি সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে পাঁচ জন সদস্যের সঙ্গে বিদ্যুৎমন্ত্রীর বৈঠক হয়। মন্ত্রী জানান, সরকারি দপ্তর ছাড়া স্মার্ট মিটার কোথাও লাগানো হবে না। গ্রাহকের আবেদনের ভিত্তিতে লাগিয়ে দেওয়া স্মার্ট মিটার খুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করবে কোম্পানি। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস বলেন, এটা গ্রাহক আন্দোলনের জয়। তিনি বলেন, অ্যাবেকার দাবি ছিল ক্ষুদ্র শিল্পে মিনিমাম চার্জ কমাতে হবে। ক্ষুদ্র শিল্পের মিনিমাম চার্জ প্রতি কেভিএ মাসে ২০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৫০ টাকা করার অ্যাবেকার প্রস্তাব বিদ্যুৎমন্ত্রী ন্যায্য বলে স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে রাজ্যের বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউশন ডাইরেক্টরকে লিখিত নোট দিয়েছেন। অ্যাবেকার দাবি মেনে মন্ত্রী জানান, বাঁশের খুঁটিতে বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ যেখানে যা আছে, তার ছবি সহ দ্রুত পাঠালে সেগুলি পাল্টে বিদ্যুৎ ভবন থেকেই পোলের ব্যবস্থা করা হবে।

কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুতের দাবির বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রান্তিক কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সরকার বিনামূল্যে বিদ্যুতের বিষয়টি প্রান্তিক কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকের মাপকাঠি ঠিক হলে শীঘ্রই ঘোষণা করবেন। আলোচনায় উপস্থিত বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউশন ডাইরেক্টর স্বীকার করেছেন, সিকিউরিটি ডিপোজিটের পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ভিত্তিতে হবে, লোডের ভিত্তিতে নয়। যেখানে যেখানে লোড বৃদ্ধির অজুহাতে সিকিউরিটি ডিপোজিট বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই অভিযোগগুলোর প্রমাণপত্র সহ ডিস্ট্রিবিউশন ডাইরেক্টরের কাছে জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে সেগুলো বিদ্যুৎ মন্ত্রীও দেখবেন। তবে যাদের প্রকৃতই লোড বৃদ্ধি হয়েছে তাদের লোড বাড়িয়ে নেওয়ার আবেদন করতে হবে।

কাস্টমার কেয়ার সেন্টার স্তরে দুর্নীতি প্রসঙ্গে লিখিত অভিযোগগুলি মন্ত্রী গ্রহণ করে তখনই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। বিদ্যুৎমন্ত্রী জানিয়েছেন জনবিরোধী 'বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল ২০২৫' কেন্দ্র যদি পাশ করায় তাহলেও পশ্চিমবঙ্গে তা লাগু হবে না।

অ্যাবেকার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ন্যূনতম ১৬.৫ শতাংশ লাভ রেখেই বিদ্যুতের মাশুল নির্ধারণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীও জানিয়েছিলেন ক্যাপটিভ কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলন শুরু হলে বিদ্যুতের দাম অবশ্যই কমবে। ফলে বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ কমানোর বাস্তব অবস্থা আছে। এ বিষয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি প্রচুর টাকা লোকসানে চলছে, তা সত্ত্বেও ২০১৬-'১৭ সাল থেকে বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানো হয়নি। অ্যাবেকার প্রতিনিধিরা এর তীব্র বিরোধিতা করে তথ্য দিয়ে দেখান, ঘুরপথে বিলের বোঝা কী পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। অসংখ্য খারাপ ও বন্ধমিটারের মাসের পর মাস গড়বিল করা চলছে। এ বিষয়ে ডাইরেক্টর ডিস্ট্রিবিউশন বলেন, ডিজিটাল মিটার ইতিমধ্যেই কেনা হচ্ছে। ফলে এই সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে।

অ্যাবেকার নেতৃত্বে রাজ্যব্যাপী বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নানা স্তরে সংগঠিত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী এই প্রতিশ্রুতিগুলি দিতে বাধ্য হয়েছেন। এটা আন্দোলনের জয়। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কার্যকর করতে হলে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনের চাপ আরও তীব্র করা দরকার। সুব্রত বিশ্বাস বলেন, ২০২১ সালে অ্যাবেকার ডেপুটেশনে বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেছিলেন, স্মার্ট মিটার এই রাজ্যে লাগানো হবে না। কিন্তু পরে দেখা গেল স্মার্ট মিটার লাগানো হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে অ্যাবেকার নেতৃত্বে সারা রাজ্যে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এর চাপে ২০২৫ সালের ৯ জুন বিদ্যুৎমন্ত্রীকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলতে হয়েছে 'স্মার্ট মিটার বন্ধ'। মিনিমাম চার্জ বৃদ্ধির ফলে ক্ষুদ্র শিল্প যে বন্ধ হয়ে যাবে এ কথা বারবার রাজ্যের বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি, রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বিদ্যুৎমন্ত্রীর দপ্তরে জানানো সত্ত্বেও ২০২৩ সালে বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনে তাঁরা বলেছিলেন, মিনিমাম চার্জ কমানো যাবে না, প্রত্যাহারও করা যাবে না, কারণ বিশ্বব্যাঙ্কের প্রবল চাপ।

এখন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি গ্রাহক সংগঠনের নেতাদের ক্ষুদ্রশিল্প বাঁচানোর যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তা বাস্তবায়িত করতে হলে ক্ষুদ্রশিল্প সহ সমস্ত স্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠিত আন্দোলন তীব্রতর করা প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

- সরকারি দপ্তর ছাড়া কোথাও স্মার্ট মিটার লাগানো হবে না
- গ্রাহকরা আবেদন করলে লাগানো স্মার্ট মিটার খুলে নেওয়া হবে
- ক্ষুদ্রশিল্পে মিনিমাম চার্জ কমে হবে ৫০ টাকা
- প্রান্তিক কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকদের মাপকাঠি ঠিক হলে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে
- সিকিউরিটি ডিপোজিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের ভিত্তিতে ঠিক হবে

বৈধ নাম বাদের তীব্র বিরোধিতায় এসইউসিআই(সি)

একের পাতার পর

হয়েছে এবং নথিপত্র জমা দেওয়ার পরও তাঁদের নাম মূল তালিকাভুক্ত হয়নি। এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, জয়নগরের প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, যিনি সংসদীয় কমিটিরও সদস্য ছিলেন, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী শুনানিতে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের নাম বিচারাধীনে রাখা হয়েছে। নানা স্তরের এমন বহু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নামও একই রকম ভাবে বিচারাধীনে রাখা হয়েছে, যা নির্বাচন কমিশনের অপদার্থতারই নজির। এই অবস্থায় হাজার হাজার সাধারণ মানুষ যাঁদের নাম বিচারাধীনে রাখা হয়েছে, তাঁরা চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। এমন অনিশ্চয়তা সহ আরও নানা কারণে ইতিমধ্যেই এসআইআর-এর জন্য প্রায় এক শত প্রাণের বলি হয়েছে। এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে আগেও দাবি করা হয়েছে যে, এসআইআর-এর কারণে যেন কোনও উপযুক্ত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ না যায়। অথচ বাস্তবে তাই ঘটল। এই সমস্ত নাগরিক আদৌ ভোট দিতে পারবেন কি না, তা কারও জানা নেই। দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য কমিশনের এই চরম অগণতান্ত্রিক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রত্যেক নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত করার দাবিতে আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তালিকা প্রকাশের পর মুখ্য নির্বাচনী অফিসার মনোজ আগরওয়াল বলেছেন, 'এত বড় প্রক্রিয়ায় কিছু ভুলভ্রান্তি হতে পারে'। কিন্তু কমিশনের ভুলের জন্য নাগরিকরা তাঁদের ভোটাধিকার হারাবেন কেন? এত তাড়াহুড়ো করে কাজটি করার কি আদৌ কোনও দরকার ছিল? কমিশনের 'সামান্য' ভুলের জন্য কারও নাগরিকত্ব চলে গেলে মোদি সরকার তাঁকে বিদেশি বলে চালান করলে তার দায় কে নেবে?

তা ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিযুক্ত ৫০১ জন বিচারক কমিশনের বেঁধে দেওয়া নথির বাইরে নাগরিকদের হাতে থাকা বহু ধরনের বৈধ নথির গুরুত্ব না দেওয়ার মধ্যেই রয়েছে নাম বাতিলের অভিসন্ধি। এর বিচার কে করবে? কমিশনের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে ২৮ ফেব্রুয়ারি তালিকা প্রকাশের দিনই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ হয়েছে। তাতে বহু মানুষ শামিল হন। ২ মার্চ দলের রাজ্য কমিটির উদ্যোগে দুপুর ২টায় মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের দফতরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

কোচবিহার

মুর্শিদাবাদ

ঘুরপথে এনআরসি চালুর আশঙ্কা সত্য হচ্ছে

সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত বিচারকদের দ্বারা এসআইআর প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৪ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত বিচারকরা সংবিধানের যে ধারায় যোগ্য-অযোগ্য নিষ্পত্তি করবেন তা নাগরিকত্ব নির্ণয়ের বিধি ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ যে অভিযোগ আমরা প্রথম থেকেই করছিলাম যে, নির্বাচন কমিশন এসআইআর-এর নামে আসলে এনআরসি করতে চাইছে তা সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত বিচারকদের কর্মপদ্ধতির দ্বারা নিশ্চিত হল। অথচ ভারতের সংবিধান, 'ভারতের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০' ও 'ভোটার নিবন্ধন বিধি ১৯৬০'— কোথাও নির্বাচন কমিশনকে এই অধিকার দেওয়া হয়নি। একমাত্র সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরকেই প্রমাণ করতে হয় কেউ ভারতের নাগরিক কি না। কিন্তু, এসআইআর-এ যে নথিগুলি শুনানিতে ডাক পাওয়া মানুষকে দেখাতে হবে তা অনেকের, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষ, পরিযায়ী শ্রমিক, মহিলাদের পক্ষে দেখানো সম্ভব হবে না।

ফলে তাঁদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় থাকবে না এবং এ দেশে থাকাটা সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তায় পর্যবসিত হবে। আমরা আবারও এই এসআইআর পদ্ধতির তীব্র বিরোধিতা করছি এবং কোনও যোগ্য ভারতীয় যাতে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ না যান তা সুনিশ্চিত করার দাবি করছি।

মার্কিন-ইজরায়েল হামলা

একের পাতার পর

মদতে এই আক্রমণ নগ্ন সামরিক আগ্রাসন ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই ইরানের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। আমরা এই জঘন্য আগ্রাসন অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি।

ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হল, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে ভাই বলে আলিঙ্গন করে তাঁকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মহান যোদ্ধা হিসাবে তুলে ধরার ঠিক পরেই এই আক্রমণ শুরু করল ইজরায়েল। বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের আবেদন সার্বভৌম ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ইহুদিবাদী ইজরায়েলের নগ্ন আগ্রাসন বন্ধে বাধ্য করতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলুন। আমরা ভারত সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে ইহুদিবাদী ইজরায়েলের সাথে সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে
কৃষক ও খেতমজুর সম্মেলন

এআইকেকেএমএস-এর ডাকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে অনুষ্ঠিত হল একের পর এক কৃষক ও খেতমজুর সম্মেলন। ফসলের এমএসপি, জবকার্ড হোল্ডারদের বছরে ২০০ দিন কাজ, ৬০০ টাকা মজুরি, সারের কালোবাজারি বন্ধ, গরিব মানুষকে আবাস যোজনা, বার্ধক্য ও বিধবা ভাতার সুযোগ দেওয়া, স্মার্ট মিটার বাতিল, সর্বনাশা কৃষি মার্কেটিং আইন এবং মার্কিন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের দাবিতে জেলার ব্লকে ব্লকে কৃষক-খেতমজুর সম্মেলনগুলিতে শত শত কৃষক, খেতমজুর, জবকার্ড হোল্ডার অংশগ্রহণ করেন।

৫ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি সবং, নারায়ণগড় উত্তর, মেদিনীপুর পশ্চিম, শালবনী, নারায়ণগড় দক্ষিণ, মেদিনীপুর পূর্ব, ডেবরা, খড়গপুর-২, চন্দ্রকোনা-২, গড়বেতা-৩, পিংলা ইত্যাদি ব্লকে সম্মেলন হয়। সম্মেলনগুলিতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পঞ্চানন প্রধান, সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস, রাজ্য সহসভাপতি সূর্য প্রধান, জেলা যুগ্ম সম্পাদক স্বদেশ পড়িয়া ও প্রভঞ্জন জানা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নদিয়ায় জনস্বাস্থ্য কর্মশালা

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন, নদিয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে রানাঘাট শহরে

২২ ফেব্রুয়ারি এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বনাশা স্বাস্থ্যনীতি, সীমাহীন দুর্নীতি, অভয়া কাণ্ড, জনস্বাস্থ্য আন্দোলন, 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন' গড়ে ওঠার ইতিহাস, এর প্রয়োজনীয়তা এবং কর্মীদের কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতিত্ব করেন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের জেলা সভাপতি ডাঃ অপূর্ব কুমার রায়। বক্তব্য রাখেন সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, ডাঃ অপূর্ব কুমার রায়, ফোরামের কোষাধ্যক্ষ ডাঃ স্বপন বিশ্বাস এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের নদিয়া জেলা সম্পাদক ডাঃ সত্যজিৎ রায়। হোয়াইট রোজ ডে পালনের মধ্য দিয়ে কর্মশালা শুরু হয়। পাঠ করা হয় সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়ার শুভেচ্ছা বার্তা।

বকেয়া কম্পোজিট গ্র্যান্টের দাবি প্রাথমিক শিক্ষকদের

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের শিক্ষা কমিশনার এবং শিক্ষা সচিবের কাছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য গত অর্থ-বছরের ৫০ শতাংশ এবং বর্তমান অর্থ-বছরের ৭৫ শতাংশ বকেয়া কম্পোজিট গ্র্যান্ট মার্চ মাসের মধ্যে দেওয়ার দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা, সহ সভাপতি আশিস দাস, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুমিতা মুখার্জী এবং কলকাতা জেলা সম্পাদক সন্দীপ ঘোষ প্রমুখ।

দুই অর্থ-বছরের বকেয়া কম্পোজিট গ্র্যান্ট বরাদ্দ না করায় স্কুলের নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহ করাই সমস্যা হয়ে উঠেছে। মূল্যায়নের প্রশ্ন ছাপা, মূল্যায়নপত্র ও সার্টিফিকেট প্রদান, ভর্তি ও হাজিরা খাতা কেনা, স্টুডেন্ট উইক পালন, বিদায়ী সংবর্ধনা, নবীনবরণ সহ নানা অনুষ্ঠান পালন করা সহ স্কুল বিল্ডিং, চেয়ার টেবিল সারানো, চক ডাস্টার কেনা, স্কুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জিনিসপত্র কেনা গত ৫ মাস আগে দেওয়া সামান্য পরিমাণ কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকায় আদৌ সম্ভব নয়। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, অর্থের অভাবে গত বছরের মতো এবারও বহু স্কুলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

আনন্দ হাণ্ডা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সরকার শিক্ষার প্রতি আদৌ আন্তরিক নয়, তারা ভোটব্যাঙ্ক তৈরিতে ব্যস্ত। সেই উদ্দেশ্যে নানা ক্ষেত্রে বিপুল টাকা বরাদ্দ করলেও মাত্র ৫০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কম্পোজিট গ্র্যান্টের সামান্য বকেয়া মেটানোর তৎপরতা তাদের নেই। ফলে স্কুলগুলিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে।

বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন তীব্রতর করার ডাক তমলুকে

স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার, বর্ধিত ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ বাতিল, বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল-২০২৬ বাতিল, আইন অনুযায়ী সিকিউরিটি নির্ধারণ ও সুদ দেওয়ার দাবিতে অ্যাবেকার উদ্যোগে ১৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ব্রহ্মা বারোয়ারি বাজার কমিটির সভাপতি যুগল কিশোর মাইতি।

মূল বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নীরেন কর্মকার। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদক শংকর মালাকার, রাম সীতা বারোয়ারি বাজার কমিটির সভাপতি বিশ্বনাথ দাস, তাপস মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

সঞ্চালনা করেন জেলা কমিটির সহ-সভাপতি প্রণব মাইতি। বক্তারা গ্রামে গ্রামে স্মার্ট মিটার লাগানোর চক্রান্ত বন্ধে গ্রাহক প্রতিরোধ কমিটি গড়ার আহ্বান জানান।

মোটরভ্যান চালকদের আলোচনা সভা

উত্তর ২৪ পরগণায় কাঁচরাপাড়ার শহিদ মাস্টারদা ভবনে ২৪ ফেব্রুয়ারি এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা ও নদিয়ার কর্মীদের নিয়ে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি কমরেড অনন্ত লাল গুপ্ত, সহসভাপতি কমরেড নন্দ পাত্র, রাজ্য সম্পাদক ও সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড অশোক দাস। ৮০ জন মোটরভ্যান চালক সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম অধিবেশনে নির্দিষ্ট প্রশ্নের ভিত্তিতে চালকরা বক্তব্য রাখেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন কমরেড নন্দ পাত্র ও কমরেড অনন্ত লাল গুপ্ত। নির্ধারিত প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করে মোটরভ্যান শ্রমিকদের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন কমরেড অশোক দাস।

গণপিটুনি ঃ উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে পাঁশকুড়া থানায় স্মারকলিপি

পূর্ব মেদিনীপুরে পাঁশকুড়ার ঘোষপুর এলাকায় গণপিটুনির ঘটনায় অবিলম্বে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পাঁশকুড়া লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি পাঁশকুড়া থানার আইসি-র কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়। অতি দ্রুত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি, পরিবেশ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এলাকায় অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প, সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে নাগরিক কমিটি গঠন করে গণপিটুনির মতো ঘটনা বন্ধের দাবি করা হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের পাঁশকুড়া দক্ষিণ লোকাল কমিটির সম্পাদক তপন নায়ক, সদস্য সমরেশ মাইতি, স্বপন বেরা, বিদ্যুৎ সামন্ত, খোকন আদক, হাসমত আলী প্রমুখ। আই সি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

আশাকর্মীদের প্রাপ্য টাকা দেওয়ার দাবিতে
মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য সচিবকে চিঠি এআইইউটিইউসি-র

গ্রাম ও শহরের আশাকর্মীদের কর্মবিরতি চলাকালীন ফিক্সড অনারারিয়াম ও ফরম্যাট অনুযায়ী টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং কর্মীদের সঙ্গে কিছু আধিকারিকের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করে সকল কর্মীকে প্রাপ্য টাকা দেওয়ার দাবি জানিয়ে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ২৪ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যসচিবের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন ও পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী (কন্ট্রাকচুয়াল) ইউনিয়ন এবং এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বারবার আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত ৫ ফেব্রুয়ারির রাজ্য বাজেটে মাত্র এক হাজার টাকা ফিক্সড অনারারিয়াম বৃদ্ধি সহ অন্যান্য যুক্তিসঙ্গত কিছু দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা করা হয়। ফিক্সড অনারারিয়াম বৃদ্ধি আশানুরূপ না হওয়া সত্ত্বেও গ্রাম ও শহরের কোটি কোটি গরিব মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বার্থে এর পর তাঁরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দেন। যদিও এ কথা সকলেই জানেন যে, কর্মবিরতির সময়ও গ্রাম ও শহরের আশাকর্মীরা মা ও শিশুদের ইমার্জেন্সি কাজ মানবিকতার স্বার্থে করে গেছেন।

কিন্তু কর্মবিরতি উঠে যাওয়ার পর আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, ফিক্সড অনারারিয়াম সকলকে দেওয়া হয়নি, বৈষম্য করা হয়েছে যা ন্যায় ও আইনের বিচারে সঠিক নয়। এ ছাড়াও দেখা যাচ্ছে, বেশ কয়েকটি জেলা ও ব্লকে কিছু আধিকারিকদের অহেতুক আচরণ কাজের পরিবেশ নষ্ট করছে। আন্দোলন করে কর্মীরা যেন অপরাধ করেছেন— এমন মনোভাব প্রকাশ করছেন তাঁরা। ফলে গণতান্ত্রিক ও সুস্থ পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

চিঠিতে দাবি করা হয়, বৈষম্য না করে ফরম্যাট অনুযায়ী সমস্ত আশাকর্মীকে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের ফিক্সড অনারারিয়াম দিতে হবে, আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা ও আমলাদের বিরূপ মন্তব্য করা বন্ধ করতে হবে, গ্রামীণ আশা ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের তাঁদের জন্য নির্ধারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজ ছাড়া অন্য কোনও কাজে লাগানো চলবে না, সমস্ত আশাকর্মীকে সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে ও বিভিন্ন স্তরে আলোচনায় আধিকারিকদের পক্ষ থেকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ কার্যকর করতে হবে।

মধ্যপ্রদেশে এসইউসিআই(সি)-র বিক্ষোভ

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে এসইউসিআই(সি) মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটি প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের ডাক দিয়েছিল ১২-১৭ ফেব্রুয়ারি। গুনা, অশোকনগর, ইন্দোর, গোয়ালিয়র, ভোপাল, সাগর সহ নানা জায়গায় কর্মসূচি পালিত হয়। স্মার্ট মিটার, নারী নিগ্রহ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুতের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান দলের কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন কমরেড রচনা আগরওয়াল, মুদিত ভাটনাগর, শচীন জৈন, মনীষা শ্রীবাস্তব, আর্শি খান, রাম অবতার শর্মা।

ছবিঃ ● গুনা, ● সাগর, ● গোয়ালিয়র, ● দেবস (বাঁ দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার চলন অনুসারে)

এআইএমএসএস-এর শিক্ষাশিবির ঘাটশিলায়

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ তিন দিনের এক রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হল ঘাটশিলার মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ শিক্ষাকেন্দ্রে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নারীর মূল্য' এবং শিবদাস ঘোষের 'যুব সমাজের প্রতি' বই দুটি থেকে নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয় শিবিরে। শিবির পরিচালনা করেন এসইউসিআই(সি) পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক ছবি মহান্তি, সভানেত্রী কেয়া দে এবং রাজ্য কমিটির সম্পাদক কল্পনা দত্ত ও সভানেত্রী সুজাতা ব্যানার্জী। প্রায় পাঁচশো প্রতিনিধি শিবিরে উপস্থিত ছিলেন

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে ডেপুটেশন

পূর্ব মেদিনীপুরে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রথম পর্যায়ের কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার দাবিতে ঘাটালের এসডিও এবং সেচ দপ্তরের মহকুমা আধিকারিকের কাছে ১৯ ফেব্রুয়ারি স্মারকলিপি পেশ করে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি।

কমিটির দাবি, অবিলম্বে নদীখাতের ভেতরে থাকা সমস্ত রকম অবৈধ নির্মাণ ও গাছ কেটে পরিষ্কার করতে হবে, নদীগর্ভের মাটি দিয়ে বাঁধের দুর্বল অংশগুলি মেরামত, ঠিকাদারদের কাজ দেখভাল করার জন্য পঞ্চায়েতভিত্তিক তদারকি কমিটি গঠন, নদী ও খালগর্ভে যত্রতত্র মাটি কাটা বন্ধ করা, চন্দ্রেশ্বর খালকে শিলাবতীর সঙ্গে সংযুক্তিকরণ প্রভৃতি।

পূর্ব মেদিনীপুরে ছাত্র সম্মেলন

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা বাঁচানোর আন্দোলনের লক্ষ্যে শতাধিক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি এআইডিএসও-র পাঁশকুড়া আঞ্চলিক ছাত্র সম্মেলন এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি কন্টাই কলেজ ছাত্র সম্মেলন হয়। পাঁশকুড়ায় বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তনুশ্রী বেজ। অনিন্দিতা দাস সভানেত্রী, ঋভু মাজি সহ-সভাপতি, শুভঙ্কর প্রামাণিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। কন্টাই পি কে কলেজ ছাত্র সম্মেলনে বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য জিৎ চট্টরাজ ও লক্ষণ ঘোড়াই। রাজীন উল ইসলামকে সভাপতি, রানা মণ্ডলকে সম্পাদক করে কলেজ কমিটি গঠিত হয়।

ইরানে মার্কিন-ইজরায়েল যৌথ সামরিক আক্রমণ
প্রতিবাদ বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র

ইরানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মশাল মিছিল করে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ (মার্ক্সবাদী)। তোপখানা রোডে দলের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে মিছিল শুরু হয়ে পুরানা পল্টন, নুর হোসেন চত্বর, বায়তুল মোকাররম মার্কেট, প্রেসক্লাব মোড় ঘুরে পল্টন মোড়ে শেষ হয়। সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ সঞ্চালনা করেন বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড রাশেদ শাহরিয়ার, বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড সীমা দত্ত এবং সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা।

সমাবেশে কমরেড মাসুদ রানা বলেন, ইরানের উপর বিনা উস্কানিতে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ সামরিক হামলা সমস্ত আন্তর্জাতিক সভ্য রীতিনীতি ও জাতিসংঘ সনদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কয়েক সপ্তাহ ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানে হামলার হুমকি দিয়ে আসার পর এ হামলা সংঘটিত হল। আমরা মনে করি, ইরানের ভবিষ্যত নির্ধারণের অধিকার শুধুমাত্র ইরানের জনগণেরই, আমেরিকা ও ইজরায়েলের সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর বিন্দুমাত্র সে অধিকার নেই। এ হামলা ইরানের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের উপর নির্লজ্জ ও নগ্ন হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা সারা বিশ্বে আজ নতুন করে যুদ্ধোন্মাদনা তৈরি করছে। ভেনেজুয়েলার উপর নগ্ন হামলা ও কিউবার উপর আগ্রাসনের ক্রমাগত হুমকির ধারাবাহিকতায় ইরানের উপর এ হামলা করা হল, যার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বকে নতুন করে ভয়াবহ যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

আমরা বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের শান্তিকামী, যুদ্ধবিরোধী জনগণকে ইরানের উপর সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও ইজরায়েলের সামরিক আগ্রাসন বন্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান, সরকারের পক্ষ থেকে অবিলম্বে ইরানে মার্কিন ও ইজরায়েলের যৌথ সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিবৃতি দিতে হবে।

প্রতিষ্ঠা দিবসে শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভা

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতর্কিতে ইরানের উপর ইজরায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এতাবৎকালের ভূমিকার অবনমনের নিন্দা করা হয়। প্রস্তাব উত্থাপন করেন অধ্যাপক মনোজ গুহ এবং সমর্থন করেন শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার।

এস আই আর করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিকত্ব হরণ, আরাবল্লী পর্বতমালায় খননকার্য ও পরিবেশ ধ্বংস এবং বিচার ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক প্রভাত দত্ত, অধ্যাপক দেবব্রত বেরা ও বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত। সভাপতির বক্তব্য রাখেন মঞ্চের সভাপতি প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী।

প্রারম্ভিক কথনে সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন মঞ্চের অন্যায়ের প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ঐতিহ্যের ধারায় সংগঠন আগামী দিনেও বিবেকের ভূমিকা পালন করে যাবে এবং ২০তম বছরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অন্তত ২০টি সভা ও নানা কর্মসূচি হবে। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মঞ্চের কোষাধ্যক্ষ অজয় চ্যাটার্জী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান এআইডিএসও-র

সেমেস্টার প্রথা ও চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি কোর্স বাতিল, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিন ঘোষণা, স্থায়ী অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের দাবিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান এআইডিএসও-র

দর্শনগত বহু বিভ্রান্তি দূর করেছেন লেনিন

দুয়ের পাতার পর

ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা চলতে থাকার কারণে ক্ষুদ্র পুঁজিগুলিকে ভিত্তি করে মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি বা বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু হয়। কিন্তু একটা স্তরে এসে কিছু পুঁজিপতি অন্যদের প্রতিযোগিতায় পরাজিত করে একচেটিয়া পুঁজিপতি হয়ে যায়। একচেটিয়া পুঁজিবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের দ্বিতীয় স্তর। এখানে একচেটিয়া পুঁজি মানে, যেমন ধরুন এ দেশে টাটা— সে ইস্পাত শিল্পেরও মালিক, সে যন্ত্রপাতি তৈরি করারও মালিক, সে কয়লাখনিরও মালিক, সে নানা শিল্পের মালিক হয়ে বসে আছে। এই হল একচেটিয়া পুঁজি। ক্ষুদ্র পুঁজি মার খেতে খেতে অনেকটা প্রান্তিক হয়ে গেছে, কোনও রকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। কিছু ধ্বংস হচ্ছে, কিছু নতুন মাথা তুলছে, এ ভাবে মনোপলির আক্রমণে পর্যুদস্ত হচ্ছে।

একচেটিয়া পুঁজির স্তরে আরেকটা জিনিসও ঘটে। আগে ব্যাঙ্ক জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পুঁজিপতিদের দিত, জনসাধারণ সুদ পেত। এই ব্যাঙ্ক-পুঁজি আর শিল্পপতিদের যে পুঁজি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটাল— এ দুটো আলাদা ছিল। একচেটিয়া পুঁজি একটা স্তরে আসার পর ব্যাঙ্ক পুঁজি আর শিল্প পুঁজি— দুটি মিলিত হয়ে গেল, অর্থাৎ তাদের একত্রীভবন ঘটল। এটা হল সাম্রাজ্যবাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য। এর ফলে এদের মধ্য থেকে ধনকুবের গোষ্ঠী বা ফিনান্সিয়াল অলিগার্কি গড়ে উঠল। পুঁজির কেন্দ্রিকরণ ঘটল, লগ্নিপুঁজির জন্ম হল। এই হল তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, শুধু শিল্পজাত পণ্য নয়, বিদেশের সস্তা শ্রম ও সস্তা কাঁচামাল লুণ্ঠনের জন্য লগ্নিপুঁজি বিদেশে অর্থাৎ অনুন্নত দেশগুলিতে রপ্তানি করা। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, বিভিন্ন দেশের মনোপলি হাউসগুলো ট্রাস্ট অ্যান্ড কার্টেল তৈরি করে বিভিন্ন দেশের বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। পঞ্চম বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়।

যুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা

সাম্রাজ্যবাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি লেনিন দেখালেন। দেখালেন, এ যুগে যুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার বাজার দখলের লড়াই। যুদ্ধ আসলে লুণ্ঠন ক্ষেত্র দখলের লড়াই। এর আগে সুইজারল্যান্ডের বাসল-এ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত ছিল যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধলে যুদ্ধরত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণি নিজ নিজ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। এক দেশের শ্রমিক অন্য দেশের শ্রমিকের বিরুদ্ধে লড়বে না। এ দেশের শ্রমিকরাও সৈনিক, ও দেশের শ্রমিকরাও সৈনিক। দুই দেশের শ্রমিকরা একে অপরকে হত্যা করবে না। এটা বাসল ম্যানিফেস্টো বলে পরিচিত। ডেনমার্কের কোপেনহেগেনের সম্মেলনেও একই সিদ্ধান্ত ছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের লুণ্ঠন ক্ষেত্র ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য লড়াই করছে। সেই লড়াইয়ের সুযোগে শ্রমিকরা নিজের দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, গৃহযুদ্ধ বাধাবে, বিপ্লব করবে। এই ছিল সিদ্ধান্ত।

এমনটা হতে পারে না যে, মার্ক্সবাদের সব কথা শেষ হয়ে গেছে, মার্ক্সবাদ বিজ্ঞান হিসাবে আর বিকাশ লাভ করবে না। আর মার্ক্সের সময় সেই পরিস্থিতিতে যে সব কথা বলা হয়েছে, তার সবগুলিই এখনও প্রযোজ্য, সেগুলি লঙ্ঘন করা যাবে না, এটাও ঠিক নয়। লেনিন ছিলেন সৃজনশীল মার্ক্সবাদী।

কিন্তু যখন যুদ্ধ বাধল, তখন ১৯১৫-তে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বৈঠক হয় সুইজারল্যান্ডের জিমেরওয়াল্ডে। সেই বৈঠকে বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক নেতা বললেন— না, শ্রমিক শ্রেণি এখন যে যার দেশ রক্ষা করবে, অর্থাৎ যে যার দেশের সরকারের পক্ষে দাঁড়াবে। অর্থাৎ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে দাঁড়াবে। লেনিন এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা আগের সিদ্ধান্তকে লঙ্ঘন করছ। এটা হতে পারে না। লেনিন-বিরোধীরা হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ, লেনিন হলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ। লেনিন তখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, এরা বিশ্বাসঘাতক। এরা মার্ক্সবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে সর্বহারা শ্রেণির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে, আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের এই বিচ্যুতি ঘটল কেন? সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি উপনিবেশ, আধা উপনিবেশগুলিকে লুণ্ঠন করে চলেছে। সেই লুণ্ঠনের অংশ থেকে নিজের দেশের শ্রমিকদের মজুরি কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে, অর্থাৎ শ্রমিকদের এবং শ্রমিক নেতাদেরও ঘুষ দিয়ে বিক্ষোভ স্তিমিত করে দিচ্ছে। লেনিন বললেন, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই সব শ্রমিক নেতাদের যারা সাম্রাজ্যবাদীদের ঘুষ খেয়েছে এবং কেনা হয়ে গেছে। তারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এ ভাবে একই সময়ে দেশের ভিতরে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সঠিক মার্ক্সবাদী লাইন রক্ষার জন্য লেনিনকে লড়াই করতে হয়েছে।

গড়ে উঠল সোভিয়েত

ইতিপূর্বে রাশিয়ার ভেতরে ১৯০৫ সালে একটা অভ্যুত্থান ঘটে। সে অভ্যুত্থান হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণির বিক্ষোভ দিয়ে। এক খ্রিস্টান যাজক গ্যাপন শ্রমিকদের বোঝান, আমাদের জার মহৎ, চলো আমি তোমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাব। তোমরা প্রার্থনা করো, তিনি সব দাবিদাওয়া মেনে নেবেন। শ্রমিকরা গেল, জারের সৈন্যবাহিনী সেখানে প্রবল গুলিবর্ষণ করল। কয়েক হাজার মানুষ মারা গেল। এই দিনটা 'ব্লাডি সানডে' বা 'রক্তাক্ত রবিবার' বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। এর ফলে রাশিয়াতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়। ধর্মঘটের পর ধর্মঘট শুরু হয়। বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকরা কমিটি গড়ে তোলে, যাকে বলে সোভিয়েত। শ্রমিকদের সংগ্রামী কমিটি সোভিয়েত গোটা দেশে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। মিলিটারির মধ্যেও কিছু সোভিয়েত গড়ে ওঠে। কিন্তু এগুলিতে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সংগঠন বলশেভিকদের তখনও গড়ে ওঠেনি। এই বিপ্লব ১৯০৫-০৬ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। জার মিলিটারি দিয়ে নৃশংস ভাবে তা দমন করে। লেনিন বললেন, এর থেকে শিক্ষা নিতে হবে। এই ব্যর্থ অভ্যুত্থান হল আগামী বিপ্লবের ড্রেস রিহার্সাল। রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণির, রাশিয়ার জনগণের আগামী দিনের বিপ্লবের ট্রেনিং হল এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। এ দিকে দেশের মধ্যে শাসক শ্রেণির আক্রমণ চলতে থাকে। আরএসডিএলপি-র মধ্যেও অনেকে ভয়-ভীতি-হতাশা থেকে সরে যেতে থাকে। লেনিনের এখানে একটা বিখ্যাত উক্তি আছে। তিনি বলেছেন, বিপ্লবের যখন জোয়ার আসে, সেই জোয়ারে অনেকে ভেসে এসে দলে যুক্ত হয়, নাম করার জন্য, কেরিয়ার গোছানোর জন্য। যখন বিপ্লবী আন্দোলন কঠিন সঙ্কটের সম্মুখীন, তখনই হয় আসল পরীক্ষা— কে খাঁটি, কে মেকি। এই দিক থেকে তিনি একটি মূল্যবান শিক্ষা সকলের সামনে রেখে গেছেন। যখন দলের খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি, তখন অনেকে আসে। কিন্তু যখন দলের তীব্র সঙ্কট, দল যখন আক্রমণের সামনে, তখন যাঁরা তার হাল ধরে আছেন, তাঁরাই খাঁটি বিপ্লবী। এটাই হচ্ছে বিপ্লবীদের পরীক্ষা।

কিছু দর্শনগত বিভ্রান্তির জবাবে

রাশিয়ায় যখন হতাশা চলছে, তখন মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে আর এক ধরনের আক্রমণ শুরু হয়।

সাতের পাতায় দেখুন

গণদাবীর স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য তথ্য

ফরম ৪ (রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। *প্রকাশের স্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

২। *প্রকাশের কাল ঃ সাপ্তাহিক*

৩। *মুদ্রকের নাম ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

৪। *প্রকাশকের নাম ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

৫। *সম্পাদকের নাম ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

৬। *স্বত্বাধিকারী ঃ সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩ আমি, অমিতাভ চ্যাটার্জী, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সত্য।*

অমিতাভ চ্যাটার্জী

১.৩.২০২৬ *প্রকাশকের স্বাক্ষর*

পাঠকের মতামত

যুব সাথী প্রকল্প কতটা স্বস্তি দেবে যুবকদের?

মুখ্যমন্ত্রী ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিপুল চাকরির আশ্বাস দেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের যুবকরা দেখেছেন সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রেও চাকরির চরম অনিশ্চয়তা। স্থায়ী কাজের আশা ছেড়ে স্বল্প বেতনের কোন অস্থায়ী বা ঠিকা কাজেই যোগ দিতে হচ্ছে যুবকদের। এই পরিস্থিতিতে ২০২৬ ভোটের আগে, ২১ বছর থেকে ৪০ বছর বয়সী বেকার যুবকদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী যুবসাথী প্রকল্পের ঘোষণা করলেন যার মাধ্যমে বেকার যুবকরা মাসিক ১৫০০ টাকা করে বেকার ভাতা পাবেন। বেকার ভাতা বলা হলেও বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, ঠিকা শ্রমিকদেরও এই ভাতা পাওয়ার বাধা নেই। মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাস করা এই ভাতার আবেদনের জন্য বাধ্যতামূলক হওয়ায় একে শিক্ষিত যুবকদের বেকার ভাতা হিসাবেই দেখছে মানুষ।

সারা দেশ জুড়েই যুবকদের পরিস্থিতি সঙ্গিন। কিছুদিন আগেই অগ্নিপথ প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে স্থায়ীপদকে অস্থায়ী পদে পরিণত করার সরকারের যে প্রচেষ্টা তার বিরুদ্ধেবিহারের যুবকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গেও সরকারি চাকরিতে নিয়োগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজপথে নেমেছেন যুবকরা। কোনও ক্ষেত্রেই চাকরি পাওয়ার আশা দেখতে পাচ্ছেন না যুবকরা, বেসরকারি সংস্থায় সম্মানজনক বেতনে স্থায়ী চাকরির সুযোগও কমছে। চাকরি না পেয়ে শিক্ষিত যুবকরা কেউ পাড়ি দিচ্ছে দূর দেশে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে, কেউ বা দিন গুজরান করছে স্বল্প বেতনে কোনও ঠিকা কাজের ভরসায়।

এর আগেও যুবশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫০০ টাকা ভাতা দেওয়া হত। কিন্তু বলা হয়েছিল, ওই টাকা যুবকদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার সহায়ক ভাতা। কিন্তু সেই মোড়ক তুলে দিয়ে সরাসরি বেকারভাতা হিসাবেই এই নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হবে।

এই প্রকল্প দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে অর্থনৈতিক কিছুটা সাহায্য এলেও সামগ্রিকতায় যুব-জীবনে কোনও পরিবর্তন আসবে বলে মনে করছেন না যুবকরা। সরকারি দল এই ধরনের ভাতা নিয়ে নিজেদের প্রচার করলেও আজ প্রান্তিক মানুষের মুখেও এ কথা শোনা যাচ্ছে যে, আমাদের টাকা আমাদেরই দিচ্ছে।

দুর্দশাগ্রস্ত যুবকদের জন্য ১৫০০ টাকা পর্যাপ্ত নয়। যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও দাবি করেছে সম্মানজনক চাকরি দিতে না পারা পর্যন্ত প্রত্যেক বেকারকে মাসিক ১০ হাজার টাকা ভাতা দিতে হবে। যুবকদের দাবি, মালিক শ্রেণির কাছে আত্মসমর্পণ নয়, সরকারকে চাকরির ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

সৌম্য ভট্টাচার্য, কলকাতা ২২

লেনিন ছিলেন সৃজনশীল মার্ক্সবাদী

ছয়ের পাতার পর

বাজারভ, বগদানভ এবং আরও কয়েক জন এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম বা পজিটিভিজম প্রচার শুরু করেন। এঁদের বক্তব্য, মানুষ সেন্স অর্গ্যান বা ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু উপলব্ধি করে, সেটাই রিয়েল বা বাস্তব। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভূত না হলে সেটা বাস্তব নয়। এই বক্তব্য অনুযায়ী দাঁড়ায়, ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত না হলে কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নেই। এই বক্তব্যকে খণ্ডন করে লেনিন বললেন যে, 'মেটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড একজিস্টস ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ হিউম্যান কনশাসনেস', অর্থাৎ বস্তুজগৎ মানুষের চেতনা নিরপেক্ষ ভাবেই অবস্থান করে। সেনসেশন জানার উৎস নয়, জানার মাধ্যম। জানার উৎস হচ্ছে বস্তুময় জগৎ। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি বললেন, আলকাতরা থেকে আলিজারিন পাওয়া গেছে, এটা কিন্তু পাওয়ার আগেই অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা জানার আগেই আলকাতরার মধ্যে ছিল। এই ধরনের আরও কিছু ভ্রান্ত চিন্তাকে তিনি 'মেটিরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম' পুস্তিকায় আলোচনা করে মার্ক্সবাদের সঠিকতা দেখান। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি আর একটি ভ্রান্ত ধারণাকে ফাইট করে সঠিক বিচার দেখান। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে পরীক্ষা করে দেখা গেল, ইলেক্ট্রনের ভেলসিটি (বেগ) যত বাড়ানো হয়, তত ইলেক্ট্রনের মাস (ভর) বাড়তে থাকে। আবার যত ইলেক্ট্রনের ভেলসিটি কমানো হতে থাকে, তত তার মাস কমতে থাকে। এ ভাবে কমতে কমতে এক সময় মনে হয় আর মাস নেই, অর্থাৎ ইলেক্ট্রন আর নেই। ফলে বিভ্রান্ত এক দল বিজ্ঞানী বলতে থাকেন, 'ম্যাটার ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছে', অর্থাৎ আর বস্তু নেই। এর উত্তরে লেনিন বললেন, 'ম্যাটার ডিসঅ্যাপিয়ার করেনি, ম্যাটার সংক্রান্ত ইতিপূর্বের ধারণার সীমা ডিসঅ্যাপিয়ার করছে এবং ম্যাটার সম্পর্কে জ্ঞান আরও গভীরতর হচ্ছে। পূর্বেকার ধারণা অপরিবর্তনীয় ছিল না, আপেক্ষিক ছিল। পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান লেনিনের এই বক্তব্যের সঠিকতা প্রমাণ করেছে।

অনুন্নত হলেও এখন যে দেশে সঙ্কট সবচেয়ে বেশি তীব্র, এবং তার ফলে বিক্ষোভ যেখানে সবচেয়ে বেশি তীব্র, সে দেশেই বিপ্লব করা সম্ভব হবে। এবং একটা দেশেই বিপ্লব করা সম্ভব।

প্রথম দিকে লেনিন প্লেখানভকে শিক্ষক মনে করতেন। বলতেন, 'প্লেখানভ ইজ দ্য ফাদার অব মার্ক্সইজম ইন রাশিয়া'। কারণ প্লেখানভই রাশিয়াতে মার্ক্সবাদ সংক্রান্ত বইপত্র নিয়ে এসেছিলেন। আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাউটস্কিকেও তিনি শিক্ষক হিসেবে গণ্য করতেন। তা সত্ত্বেও মার্ক্সবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থে যাঁদের এক সময় তিনি শিক্ষক বলে গণ্য করতেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও তিনি দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে পেরেছিলেন এবং মার্ক্সবাদের সঠিক উপলব্ধি বিশ্বের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। কত বড় মহান বিপ্লবী হওয়ায় এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল! এই সময়ই লেনিন বলেছিলেন, এঁরা মার্ক্সবাদকে সংশোধন করার নামে বিকৃত করছে, মার্ক্সবাদের অপব্যাখ্যা করছে। তখন থেকেই রিভিশনিজম বা সংশোধনবাদ শব্দটা ব্যবহার হয়ে আসছে।

লেনিন ছিলেন সৃজনশীল মার্ক্সবাদী

লেনিনের সাথে এঁদের পার্থক্য বুঝতে হবে। এঁরা সকলেই মার্ক্স-এঙ্গেলসের বই পড়েছেন, মুখস্থ বলতে পারতেন, উদ্ধৃতি দিতে পারতেন। কিন্তু এঁরা হলেন মার্ক্সবাদী পণ্ডিত, স্কলার। আর লেনিন ছিলেন সৃজনশীল মার্ক্সবাদী। বিজ্ঞানটাকে বুঝে কোন পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদকে কী ভাবে প্রয়োগ করতে হবে, চর্চার মধ্য দিয়ে তা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। এঁরা কথায় কথায় বলতেন, মার্ক্স এই কথা বলেছেন, মার্ক্স ওই কথা বলেছেন। মার্ক্সের বেশ কিছু কথা সাম্রাজ্যবাদ পূর্ববর্তী যুগের, যেগুলি সাম্রাজ্যবাদের যুগে আর প্রযোজ্য নয়। লেনিন বলছেন, উই ডু নট রিগার্ড মার্ক্সেস থিয়োরি অ্যাজ সামথিং কমপ্লিটেড অ্যান্ড ইনভায়োলেবল। এমনটা হতে পারে না যে, মার্ক্সবাদের সব কথা শেষ হয়ে গেছে, মার্ক্সবাদ বিজ্ঞান হিসাবে আর বিকাশ লাভ করবে না। আর মার্ক্সের সময় সেই পরিস্থিতিতে যে সব কথা বলা হয়েছে, তার সবগুলিই এখনও প্রযোজ্য, সেগুলি লঙ্ঘন করা যাবে না, এটাও ঠিক নয়। এটা লেনিনের বিখ্যাত উক্তি। কত বড় সৃজনশীল মার্ক্সবাদী হলে এ কথা বলতে পারেন! বলেছেন, মার্ক্স-এঙ্গেলস ওনলি লেড দি ফাউন্ডেশন স্টোন অফ দি সায়েন্স হুইচ সোসালিস্টস মাস্ট ডেভেলপ ইন অল ডাইরেকশনস ইফ দে উইশ টু কিপ পেস উইথ লাইফ। অর্থাৎ মার্ক্স ও এঙ্গেলস মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। চলমান জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হলে আমাদের সব দিক থেকে এই বিজ্ঞানকে বিকশিত করতে হবে। যেটা লেনিন নিজে করেছেন। এখানেই প্লেখানভ, কাউটস্কির সাথে তাঁর পার্থক্য। তাঁরা ছিলেন পণ্ডিত। আর লেনিন ছিলেন সৃজনশীল মার্ক্সবাদী। তিনি মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানকে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করেছিলেন এবং সেই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে বিশেষ পরিস্থিতিগুলিকে বিশ্লেষণ করে কোথায় কী ভাবে কী করতে হবে, তা নির্ধারণ করেছিলেন। বলেছেন, বিপ্লবের যে সাধারণ লাইন, ইংল্যান্ডে তার প্রয়োগ যে ভাবে হবে, ফ্রান্সে সে ভাবে হবে না, ফ্রান্সে যে ভাবে হবে, জার্মানিতে সে ভাবে হবে না, জার্মানিতে যে ভাবে হবে রাশিয়াতে সে ভাবে হবে না। প্রত্যেক দেশে কিছু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বৈশিষ্ট্য থাকে। ফলে সর্বহারা বিপ্লব বলতে একটা জেনারেল লাইনকে বোঝায়, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সর্বহারা বিপ্লব। এক একটা দেশে সে দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী এই বিপ্লবের লাইন ঠিক করতে হবে। এটাকে বলে বিশেষীকৃত রূপ, কংক্রিটাইজেশন অফ মার্ক্সিজম। এই যে কথাটা, এটা লেনিনের উত্থাপিত একটা ঐতিহাসিক বক্তব্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক দিকে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার জার। বিপরীত দিকে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরি। এই যুদ্ধ চলাকালীন লেনিন রাশিয়ার বুকে প্রচার চালাচ্ছিলেন যাতে জারের সাথে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের যে বোঝাপড়া, দেশের শ্রমিক শ্রেণি তার স্বরূপটা ধরতে পারে। তিনি শ্রমিক শ্রেণিকে বোঝান, জার শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে হবে। লেনিনের শিক্ষায় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণিকে এই ভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছিল। এই সময়ে লেনিনের সাথে কাউটস্কি, প্লেখানভ, মেনশেভিক এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের মতভেদ দেখা দিল। তাঁরা বললেন, সবচেয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশে প্রথম বিপ্লব হবে এবং তা হবে এক সাথে অনেকগুলি দেশে। এটা ছিল আগেকার দিনের চিন্তা। লেনিন বললেন, সাম্রাজ্যবাদী যুগে এটা সম্ভব হবে না। সাম্রাজ্যবাদী যুগ হচ্ছে পুঁজিবাদের অসম বিকাশের যুগ। তা ছাড়া এই নেতারা বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি রাজনীতির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তিনি বললেন, অনুন্নত হলেও এখন যে দেশে সঙ্কট সবচেয়ে বেশি তীব্র এবং তার ফলে বিক্ষোভ যেখানে সবচেয়ে বেশি তীব্র, সে দেশেই বিপ্লব করা সম্ভব হবে। এবং একটা দেশেই বিপ্লব করা সম্ভব। তারা বলল, রাশিয়া এখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে আছে এবং বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে হবে। লেনিন বললেন, এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও আজকের দিনে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ হবে না, শ্রমিক শ্রেণিকে এই বিপ্লবে নেতৃত্বকারী ভূমিকা নিতে হবে।

রাষ্ট্রক্ষমতা কার হাতে তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় বিপ্লবের স্তর

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে রাশিয়াতে জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ তৈরি হয়। যুদ্ধে রুশ সম্রাট জার হারছিল। দেশের মধ্যে তখন স্লোগান উঠেছে, যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। তা ছাড়া দেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ চলছে। ফলে দাবি উঠছে, রুটি চাই, ব্যক্তি স্বাধীনতা চাই। গ্রামের গরিব কৃষকদের মধ্যে থেকে দাবি উঠছে, জমি চাই। জনগণের মধ্যে থেকে একের পর এক এই সব দাবি উঠছে। এই সব দাবির ভিত্তিতেই ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়াতে প্রথম বিপ্লব হয়। এই বিপ্লবেও বহু শ্রমিক সোভিয়েত গড়ে ওঠে। সৈন্যবাহিনীতে সোভিয়েত গড়ে ওঠে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় এমনকি কৃষক সোভিয়েতও গড়ে ওঠে। কিন্তু বলশেভিক পার্টির সদস্যরা তখন জারের সৈন্যের বিরুদ্ধে রাস্তায় লড়াই করছিল। রাস্তার লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকায় সে সময় সোভিয়েতগুলোর মধ্যে তারা সে ভাবে কাজ করতে পারেনি। সেই সুযোগে মেনশেভিকরা, সোসালিস্ট রেভোলিউশনারি বলে আর একটা পার্টি সোভিয়েতগুলোর মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে। অন্য দিকে কারখানার পুরনো শ্রমিকরা যুদ্ধে চলে গিয়েছিল। নতুন যারা শ্রমিক হয়েছে, তারা কৃষকদের ঘর থেকে এসেছে। আর কৃষকদের মধ্যে পেটিবুর্জোয়া মানসিকতা, আপসমুখিতার প্রভাব থাকে। এই দুটি কারণে সোভিয়েতগুলির মধ্যে প্রথম দিকে বলশেভিকরা ছিল সংখ্যালঘু। মেনশেভিক এবং সোসালিস্ট রেভোলিউশনারিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আসে। বিপ্লবে লড়েছে মূলত শ্রমিকরা এবং সৈনিকরা। কৃষকরাও লড়েছে। লেনিন বললেন, এই পরিস্থিতিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এই পরিস্থিতি যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে অনুকূল, এটা লেনিন বলেই বুঝতে পেরেছিলেন। এই সময়েও বিরোধীরা প্রশ্ন তোলে, রাশিয়ায় তো পুঁজিবাদ তেমন শক্তিশালী হয়নি।

এই অবস্থায় কী ভাবে পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লব হবে? আগে পুঁজিবাদ শক্তিশালী হোক, তারপর পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লব হবে। মেনশেভিকরা এ কথা বলে, প্লেখানভও তাদের সাথে একমত হন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারাও একই কথা বলে। এই প্রসঙ্গে লেনিনের বিখ্যাত উক্তি আছে— রাষ্ট্রক্ষমতা কার হাতে আছে তার দ্বারাই নির্ধারিত হবে বিপ্লবের স্তর কী হবে— পুঁজিবাদ কতটা ডেভেলপ করেছে, সামন্ততন্ত্র কতটা আছে, এ সব দিয়ে নয়। তিনি বললেন, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। টু দ্যাট এক্সটেন্ট বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক রেভোলিউশন ইজ কমপ্লিটেড। অর্থাৎ সেই অর্থে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এখন বুর্জোয়া শ্রেণিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। সেই অর্থে বর্তমান বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বাকি যে সব অপূরিত কাজ, অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক— সেগুলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই সম্পূর্ণ করবে।

(শেষাংশ আগামী সংখ্যায়)

জীবনাবসান

দার্জিলিং জেলায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বাতাসি লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড তপন সাহা ২ ফেব্রুয়ারি সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

২০০৭ সালে তিনি মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হন। শ্রমিক আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার মধ্য দিয়ে তিনি এআইইউটিইউসির জেলা কমিটির সদস্য পদে নির্বাচিত হন। পরবর্তী কালে তিনি দলের সংস্পর্শে আসেন এবং আবেদনকারী সদস্যপদ লাভ করেন।

কমরেড তপন সাহা তাঁর গ্রাম নাজিরজোতে বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দলের হয়ে লড়াই করেছিলেন। পরিবারের একমাত্র সন্তান মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে ভ্যান চালিয়ে সংসার প্রতিপালন করতে হত। নানা অসুবিধার মধ্যেও দল ও শ্রমিক সংগঠনের কাজে সাধ্যমতো দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করতেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে দল শ্রমিক আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মীকে হারাল।

কমরেড তপন সাহা লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 30 Bengali Weekly March 6, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

ইরানে মার্কিন-ইজরায়েল সাম্রাজ্যবাদী জোটের বর্বরোচিত হামলা

দেশ জুড়ে প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

সার্বভৌম ইরানের উপর বর্বরোচিত হামলা চালাচ্ছে মার্কিন-ইজরায়েল জোট। ইরানের শাসক খামেনেই সহ অসংখ্য নারী-শিশুর নির্বিচারে মৃত্যু হচ্ছে মিসাইল আক্রমণে। এর প্রতিবাদে ১ মার্চ দেশ জুড়ে বিক্ষোভ দেখাল এস ইউ সি আই (সি)। কলকাতায় এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তির সামনে থেকে মার্কিন দূতাবাসের কাছে পৌঁছয় বিক্ষোভ মিছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত বলেন, 'দেশে দেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। গাজায় হাজার হাজার শিশু সহ গণহত্যা চালিয়েছে ইজরায়েলের ইহুদিবাদী নেতারা। ভারত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্ব এ দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বৃত্তি করছেন। ইজরায়েলের গণহত্যাকারী ইহুদিবাদী নেতাকে 'সন্ত্রাসবিরোধী নেতা' আখ্যা দিচ্ছেন। আমরা একে তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জানাই। এর বিরুদ্ধে তীব্র জঙ্গি শান্তি আন্দোলনে শামিল হতে দেশের মানুষকে আহ্বান জানাই।' এর পর ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস সুব্রত গৌড়ী ও নভেন্দু পাল সহ অন্য নেতৃবৃন্দ।

ত্রিপুরা ঃ এ দিন ত্রিপুরার আগরতলায় বিক্ষোভ সভায় (নিচের ছবি) বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক অরুণ ভৌমিক। তিনি অবিলম্বে ইরানের উপর হামলা বন্ধের দাবিতে যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শান্তিকামী জনগণকে আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

দাবিপূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের

শপথ কর্ণাটকের আশাকর্মীদের

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার আশাকর্মীদের সমস্যা সমাধানে টালবাহানা করে যাচ্ছে। মন্ত্রী এবং আমলারা বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আশাকর্মীদের বকেয়া টাকা দিচ্ছে না। ন্যূনতম পারিশ্রমিকের দাবিও মানছে না। বরং 'র‍্যাশনালাইজ' করার নামে হাজার হাজার আশাকর্মীদের কর্মচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করছে সরকার। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি বাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কে বিক্ষোভ দেখান আশাকর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটক আশাকর্মী সংঘের সম্পাদক ডি নাগলক্ষ্মী, এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি কে সোমশেখর। আশাকর্মীদের এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানায় এআইএমএসএস-এর শ্রীমতি শোভা, এমএসসি-র রাজ্য সভাপতি ডাঃ কে এস গঙ্গাধর প্রমুখ।

উচ্ছেদ নোটিসের বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের বিক্ষোভ চিৎপুর থানায়

কলকাতা পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে কাশীপুর ঘোষবাগান অঞ্চলে রেল কলোনির বাসিন্দাদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে ১৯ ফেব্রুয়ারি নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে চিৎপুর থানায় বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। পরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

কাশীপুর রিজেন্ট সিনেমা মোড়ে সমবেত হয়ে সহস্রাধিক মানুষের সুশৃঙ্খল মিছিল থানার

সামনে উপস্থিত হন। পুলিশ বাহিনী বাধা দিলে গেটের সামনেই বিক্ষোভসভা হয়। মঞ্চের অন্যতম নেতা শান্তি ঘোষ ও অধ্যাপক মেঘবরণ হাইতির নেতৃত্বে এলাকার বাসিন্দা টুম্পা রায়, নরসিম যাদব ও ফাল্গুনি প্রামাণিক সহ পাঁচজনের প্রতিনিধিদল ডেপুটেশন দিতে যান। দাবি জানানো হয়, এসআইআর-এ বিপর্যস্ত মানুষজনকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়েই বার বার হুমকি সহ উচ্ছেদের কথা বলে আতঙ্ক ও মানসিক চাপ তৈরি করা চলবে না। উপযুক্ত পুনর্বাসন ও জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা না করে এই উচ্ছেদের নোটিসের তীব্র বিরোধিতা করে প্রতিনিধিরা বলেন, রেল কর্তৃপক্ষ জনগণের অর্থ ও শ্রমে গড়ে ওঠা রেলের প্ল্যাটফর্ম ও জমি রেল লাইন বৃহৎ পুঁজির হাতে ব্যবসা করে মুনাফা লোটার জন্য তুলে দিচ্ছে। পাশাপাশি রেললাইনের পাশে ঝুপড়িতে থাকা অসহায় গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করবার নোটিস দিচ্ছে।

এলাকায় ফিরে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ পাড়ায় পাড়ায় অসংখ্য কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ১৭ ফেব্রুয়ারি শিয়ালদহ ডিভিশনের এডিআরএম-কে স্মারকপত্র দেওয়া হয়।

ডিআরএসও-র উদ্যোগে

ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা সভা

ডেমোক্রেটিক রিসার্চ স্কলার্স অর্গানাইজেশন (ডিআরএসও)-এর উদ্যোগে ২৭ ফেব্রুয়ারি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ হলে অনুষ্ঠিত হল সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালার অন্তর্গত এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা। বিষয়

ছিল, 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পরম্পরা ঃ কল্পনা বনাম বাস্তবতা'।

প্রধান বক্তা ছিলেন ডঃ কণাদ সিংহ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চাকে ঘিরে গড়ে ওঠা নানা প্রচলিত ধারণা, পৌরাণিক কাহিনি ও জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেন। তিনি দেখান, কী ভাবে ইতিহাস ও কল্পনার সীমারেখা বহু সময়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে অস্পষ্ট করা হয় এবং কেন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, শিলালিপি, প্রাচীন গ্রন্থ ও সমকালীন নথির সমন্বিত পাঠ অত্যন্ত জরুরি। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ইতিহাসকে গৌরবচর্চার উপকরণে পরিণত না করে সমালোচনামূলক ও প্রমাণনির্ভর পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা উচিত।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জাহিদ হাসান প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ঐতিহ্য ও সাফল্যের দিকগুলি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদদের একটি প্রচলিত দাবি ছিল যে ভারতীয়দের মধ্যে নাকি সুসংগঠিত ঐতিহাসিক চিন্তাভাবনার অভাব ছিল। কিন্তু বাস্তবে ভারতীয় ঐতিহ্যে অতীতকে কালানুক্রমিক তথ্য হিসেবে নয়, সামাজিক ও নৈতিক চেতনার অংশ হিসেবে ধারণ করার একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে স্নাতকোত্তর শ্রীময়ী মাইতি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন, প্রাচীন ভারতের নামে প্রচলিত বহু অতিরঞ্জিত দাবি। যেমন বিমান বা আধুনিক অঙ্গ প্রতিস্থাপন বৈজ্ঞানিক প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত নয়। সেগুলি কাল্পনিক বা প্রতীকী বয়ান। তিনি বলেন, ইতিহাসকে কল্পনা নয়, তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতেই মূল্যায়ন করা উচিত। সবশেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আলোচনা আরও সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে কল্পনা নয়, বরং সমালোচনামূলক ও প্রমাণনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনর্বিবেচনার এক গুরুত্বপূর্ণ পরিসর সৃষ্টি করে। এই আলোচনার মূল বার্তা, ইতিহাসকে গৌরবকথা বা মিথের আবরণে নয়, তথ্য, গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে। তাই এ ধরনের উদ্যোগ শুধু অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধনা রেখে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া জরুরি।

অনুষ্ঠানে কলকাতার বহু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী-গবেষকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। গবেষক সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডঃ অর্ঘ্য দাস, সর্বভারতীয় অফিস সম্পাদক গৌরাঙ্গ খাটুয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com